FEB. 25 2003

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ .....

পুস্তকা আবারো ব্যর্থ, বাজারে নকল বইয়ের রমরমা ব্যবসা

বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনো নীরব, তদন্তেও সাহায্য করা হচ্ছে না

মানস ঘোষ : নিজেদের প্রস্তাবিত সময়ের মধ্যে আবারো সবগুলো বই বাজারে আনতে ব্যর্থ হলো পুস্তকা। এ পর্যন্ত তারা বাজারে বই এনেছে ৪০টি। অথচ এর আগে কয়েকদফা শর্ত ভঙ্গের পর মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বইই ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পুস্তকা। পুস্তকার এই গাফিলতির সুযোগ নিয়ে সারা দেশে নকল বোর্ড বইয়ের রমরমা ব্যবসা শুরু হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এদিকে জানা গেছে চলতি বছরের বই কেলেঙ্কারির পুরো ঘটনা তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সূত্রগুলো জানিয়েছে পুস্তকা এ পর্যন্ত যে ৪০টি বই বাজারে এনেছে তার একটিরও বৈধ বিক্রয় আদেশ নেই। দরপত্রের শর্তগুলোর তোয়াক্কা না করেই নিম্নমানের কাগজে ছাপা পুস্তকার এই বোর্ড বইগুলো এখনো দেশের কোথাও কোথাও উচ্চ মূল্যে বিক্রি হচ্ছে। সম্প্রতি নিজ নির্বাচনী এলাকা যশোর সফর করতে গিয়ে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর নজরেও বিষয়টি এসেছে বলে মন্ত্রীর একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে। এ জন্য পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে গত সপ্তাহে কড়া ভাষায় পুস্তকাকে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

পুস্তকার এ জাতীয় অনিয়মের বিরুদ্ধে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এখনো নিরব রয়েছে। দফায় দফায় শর্ত ভঙ্গ করার পর প্রতি সপ্তাহে সতর্কীকরণ চিঠি ছাড়া পুস্তকার বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা পরিস্থিতির বর্ণনা করে বলেছেন, 'চিঠি পাঠানো আমাদের রুটিন ওয়ার্ক। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা এখন আর বোর্ডের নেই।'

পুস্তকার কর্মকর্তা মীর মোস্তাফিজ জানিয়েছেন, মাধ্যমিকের ৬০টি বইয়ের বাকি ২০টি বই শিগগিরই বাজারে চলে আসবে। বইয়ের বাজারে কোনো সঙ্কট নেই বলে উল্লেখ করে মোস্তাফিজ আরো জানিয়েছেন, এজেন্টারাই বেক্সিমকোর সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য কোথাও কোথাও অধিকমূল্যে বই বিক্রি করছে। বিক্রয় আদেশ ছাড়া বাজারে বই বিক্রি করার অভিযোগও অস্বীকার করেছেন পুস্তকার এই কর্মকর্তা।

এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে কোনো তথ্য জানাতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। তবে অপর একটি সূত্র জানিয়েছে প্রথম দফায় ২১ জানুয়ারি পুস্তকা যেমন বিক্রয় আদেশ ছাড়াই বাজারে বই ছেড়ে দেয়, তেমনি পরবর্তীতে ছাড়া বইগুলোর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম অনুসরণ করে। কবে কখন কোথায় পুস্তকা বই দিচ্ছে বোর্ড তার কিছুই জানে না। চাহিদামাফিক বই সরবরাহ না করায়

● এরপর পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

পুস্তকা আবারো ব্যর্থ

● প্রথম পাতার পর

জন্য কোথাও কোথাও উচ্চমূল্যে বই বিক্রি হচ্ছে।

এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশ চলতি বছরের বই কেলেঙ্কারির ঘটনা তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। জানা গেছে, ব্যুরোর ইন্সপেক্টর আবদুস সালাম গত ১৮ ফেব্রুয়ারি তদন্ত কাজে বোর্ড অফিসে গেলে কর্মকর্তারা অনেকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সূত্র জানিয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র দিয়ে তাকে ঐদিন সহযোগিতা করা হয়নি।

সূত্র জানায় টেন্ডার কমিটির সদস্য সচিবকেও ঐদিন কোনো কারণ ছাড়াই ছুটি দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। চেয়ারম্যান তপন কান্তি চৌধুরী পুস্তকার সাব কন্ট্রাক দেওয়া প্রেসগুলোতে পরিদর্শনে যাওয়ার সত্যতাও দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্তকারীর কাছে গোপন রাখেন। এ সংক্রান্ত কোনো কাগজ তিনি সরবরাহ করেন।

জানা গেছে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বোর্ড অফিস থেকে টেন্ডার ডকুমেন্ট, সিএম, যাবতীয় যোগাযোগ রেজুলেশনের চারটা ফাইল জব্দ করেন। তিনি টেন্ডারের শর্ত ভঙ্গ করার পরও পুস্তকার বিরুদ্ধে বোর্ডের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের কাগজপত্র তাদের নথিতে পাননি।

এদিকে বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধির মাধ্যমে সারাদেশে নকল বোর্ড বইয়ের রমরমা ব্যবসার খবর পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম, যশোর, বগুড়া ও নোয়াখালী জেলায় এই নকল বই ছাপা হচ্ছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। পুস্তকার প্রথম দফায় ছাড়া ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি, অংকসহ মোট ১৪টি বই বিভিন্ন স্থানে নকল হয়েছে।

পুস্তকার কর্মকর্তা মীর মোস্তাফিজ বোর্ড বই নকল হওয়ার খবরের সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, বর্তমানে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করায় পরিস্থিতি কিছুটা সামাল দেওয়া গেছে। বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারে নকল বই এবং গত বছরের বই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকায় বই নিয়ে তীব্র হাহাকার দেখা দেয়নি।